প্রথম আলো

তারিখ ... 19 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৫ .....

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের কাণ্ড

এই নৈরাজ্যের শেষ কোথায়?

গত বৃহস্পতিবার ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। ঢাকা কলেজের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে লুটপাট করতে পারে, ভাবতেও অবাক লাগে। আর সেই অপকর্মটি করেছে সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনটির নামে। এই নৈরাজ্যের শেষ কোথায়?

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বহু আগেই ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে বলে দায় অস্বীকার করেছেন। আর বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি বলেছেন, এই হামলার সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পর্ক নেই। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে মার্কেটে আটক ছাত্রকে উদ্ধার করতে কয়েকজন ছাত্র সেখানে গিয়েছিল।

যদি ব্যবসায়ীরা কোনো সতীর্থকে আটক করে থাকেন, ঢাকা কলেজের ছাত্রদের উচিত ছিল তাকে উদ্ধার করতে আইনের আশ্রয় নেওয়া। সেটি না করে তারা রামদা-চাপাতি নিয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং লুটপাট করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, তারা দুই দিক থেকে ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের আটকে দেওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারেনি। হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, ছাত্রলীগের নাম করে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই সেখান থেকে শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক দাম না দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

ঢাকা কলেজ দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসএসসিতে যারা খুব ভালো ফল করে, তারাই এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। স্নাতক পর্যায়েও যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কীভাবে লুটপাটে জড়িত হয়?

পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা হয়তো অঘটন দ্রুত সামাল দিতে পেরেছেন বলে আত্মপ্রসাদে ভুগছেন। ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিটা কমের মধ্যে গেছে বলে স্বস্তি পেতে পারেন। কিন্তু এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের ধরে শাস্তির আওতায় আনতে না পারলে অঘটন ঘটতেই থাকবে। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব আছে। তাদের মনে রাখতে হবে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।